সমকাল

তারিখ 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে অ্যানালগের দাপট

■ কামরান সিদ্দিকী

ঢাকার অন্যান্য নামি মহাবিদ্যালয়ের মতো সরকারি বিজ্ঞান কলেজেও ভর্তি হয় এসএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা। অথচ এইচএসসি পরীক্ষার ফলে প্রতিবছরই তেজগাঁওয়ে অবস্থিত এ প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে থাকে অন্য সব কলেজ থেকে। এর অন্যতম কারণ এখানকার শিক্ষার পরিবেশ ও শ্রেণিকক্ষের সংকট। এ প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে দুই হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির প্রতি শাখায় রয়েছে ১৫০ শিক্ষার্থী। অথচ শ্রেণিকক্ষ মাত্র ১৬টি। টিনশেডের এসব শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকরা সাউন্ডসিস্টেমে ক্লাস নিতে গেলে এক কক্ষের শব্দ অন্য কক্ষ থেকে শোনা যায়। ব্যাটারিচালিত এসব শব্দযন্ত্র এ সপ্তাহে ভালো থাকে তো ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ারের সপ্তাহে নষ্ট থাকে। মাল্টিমিডিয়া সাকল্যে একটাই। আবার সব শিক্ষার্থী ক্লাসে
েলে কক্ষগুলোতে বসার জায়গাই হয় না। নেই কোনো সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব।
াইসিটির কোনো শিক্ষকও নেই– পাঠাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকই মাত্র
াটটি কম্পিউটার দিয়ে টেনেটুনে নিচ্ছেন আইসিটির 'প্র্যাকটিক্যাল' ক্লাস! আর
জোড়াতালি দিয়ে 'থিওরি' ক্লাস নিচ্ছেন গণিত-পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকরা।
বিজ্ঞান শিক্ষার পঠন-পাঠনের নানা উপকরণে পিছিয়ে থাকা দেশের একমাত্র সরকারি
বিজ্ঞান কলেজের ওয়েবসাইটটিও অসম্পূর্ণ, উপস্থাপিত তথ্যও অনেক ক্ষেত্রে পুরনো।
১৯৫৪ সালে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি কলেজ
হিসেবে পরিচিত হলেও ১৯৬২ সালে এটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয়।
বর্তমানে এর শিক্ষার্থী প্রায় আড়াই হাজার; শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে ৭০
জনের মতো। কলেজে কোনো ক্যান্টিন নেই, টিফিনের সময় বাইরে থেকে আসে
খোলা খাবারের দুটি ভ্যান। প্রতিদিনই এভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের খাবারের চাহিদা
পূরণ করে। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী শহীদুল সমকালকে জানায়, ছয় মাস ধরে কলেজে
খোলা খাবার খেয়ে তার একাধিকবার পেট খারাপ হয়েছে। তার মতো অনেক
শিক্ষার্থীই চায়, কলেজে একটি ক্যান্টিন করা হোক। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক
বনমালী মোহন ভট্টাচার্য্য বলেন, 'স্থায়ী ক্যান্টিন খুললে লিজ দেওয়ার সমস্যা ছাড়াও
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা দেখা দেবে। কিছুদিন ভালো চললেও পরে অনেকে ফাও
খেতে শুরু করবে। এতে ক্যান্টিনের মান কমে যায়, ক্যান্টিন হয়ে ওঠে আড্ডার
জায়গা। তাই আপাতত ক্যান্টিন খোলার কথা ভাবছি না আমরা।' বাইরের অস্থায়ী
ভ্যানের মাধ্যমেই স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

এইচএসসির ফল : ২০১৫ সালে এ কলেজ থেকে এক হাজার ২০০ জন
এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ ৫ পান মাত্র ২৮৩ জন। শতকরা হিসাবে এ সংখ্যা
মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ২৪ শতাংশ। একই বছর নটর ডেম কলেজে বিজ্ঞান শাখায় তা
ছিল প্রায় ৯১ শতাংশ। ২০১৬ সালে বিজ্ঞান কলেজ থেকে ৬৭ শতাংশ ছাত্র জিপিএ ৫
পান। একই বছর ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ৯৭ শতাংশের বেশি ও রাজউক
উত্তরা মডেল কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ৯৭ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পান। চলতি
২০১৭ সালে ফল কেমন হবে– জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বনমালী মোহন ভট্টাচার্য্য
বলেন, 'মাত্র দুই মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছি। তাই এ ব্যাচের ব্যাপারে কিছু বলতে
পারছি না।' তবে ২০১৮ সালে পরীক্ষার্থীদের ফল ভালো হবে বলে আশা করেন তিনি।

পরিবহন সংকট : প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আজিজুল হকের বাসা জুরাইনে। বাসা
থেকে কলেজে নিয়মিত ট্রেনেই যাতায়াত করে। এ জন্য তাকে দুই ঘণ্টা হাতে রাখতে
হয়। বিমানবন্দর এলাকায় বসবাসকারী এক শিক্ষার্থী সমকালকে জানায়, প্রথম বর্ষের
দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় সকাল সাড়ে ৭টায় বাসা থেকে বের হয়েও ঠিক সময়ে হলে
উপস্থিত হতে পারেনি। তীব্র যানজটে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা দেরি হয় তার। কলেজের
নিজস্ব বাস থাকলে প্রতিদিন সময় অন্তত আধা ঘণ্টা কম লাগবে বলে তার অভিমত।
তবে কলেজ অধ্যক্ষ জানান, যানবাহন সংকট শিগগির কেটে যাবে। শিল্পপতি আবদুল
কাদির মোল্লা সম্প্রতি বিজ্ঞান কলেজকে দুটি বাস ও একটি ভবনের কাজ করে দেওয়ার
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আগামী ঈদুল ফিতরের আগে বাসের চাবি হস্তান্তর করা হবে বলে
জানান তিনি। এগুলো যাত্রাবাড়ী ও মিরপুর রুটে চলবে।

স্নাতকে নেই শিক্ষার্থী : সরকারি বিজ্ঞান কলেজে স্নাতক শুরু হয় ১৯৮৫ সালে।
বর্তমানে মাত্র একজন শিক্ষার্থী পাস কোর্সে ভর্তি আছেন। পর্যাপ্ত ছাত্র না থাকলেও
পাস কোর্স থাকায় প্রতিবছর ২৫ হাজার টাকা দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধন
পুনর্নবায়ন করতে হয় কর্তৃপক্ষকে। আগামী বছর থেকে এ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞাপন
আর না দেওয়ার কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ।

সংযুক্ত স্কুল-কলেজ : বিজ্ঞান কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে হাই স্কুল। দুটি
প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পরিচালিত হলেও সীমানা অনির্ধারিত, কোনো দেয়াল না
থাকায় স্কুল ও কলেজের পৃথক পরিবেশও রক্ষা হয় না। স্কুলের জেএসসি ও এসএসসি
পরীক্ষার সময় কলেজ বন্ধ থাকে। দীর্ঘ সময় ক্লাস থেকে বঞ্চিত হয় শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই চান, প্রতিষ্ঠান দুটির সীমানা দেয়াল দিয়ে আলাদা করে দেওয়া
হোক। এ ব্যাপারে কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

আবাসন ব্যবস্থা : কলেজে রয়েছে দুটি হোস্টেল, যা পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছে
ছাত্ররা। প্রয়োজন বিবেচনায় মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে
হোস্টেলে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ জন্য তাদের বছরে হোস্টেলের বিভিন্ন খাত বাবদ
নয় হাজার ৬৬২ টাকা পরিশোধ করতে হয়। কাজী নজরুল ইসলাম হোস্টেলে
আসনসংখ্যা ১৫০টি। ১৯৫৪ সালে নির্মিত এ ভবন অনেকটাই জরাজীর্ণ। সরেজমিন
ঘুরে হোস্টেলের গোসলখানা ও টয়লেটের ভাঙা দরজা দেখেই বোঝা যায়, কতকাল
ধরে সংস্কার কাজ হয় না। নিয়মিত চুনকাম ও সংস্কার চালালে ভবনটির অবস্থান এ
রকম পুরনো ও জীর্ণ হতো না বলে সমকালকে জানিয়েছে একাধিক শিক্ষার্থী।

১৩০ আসনবিশিষ্ট কুদরাত-ই-খুদা হোস্টেল ভবনের চিত্র তুলনামূলক ভালো। ১৫
দিন পরপর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলে এখানে। তাই ভবনের টয়লেট নোংরা। বিভিন্ন
জায়গায় জমে থাকে ময়লা। তবে ছাত্ররা দুটি হোস্টেলের খাবারের মানেই সন্তোষ
প্রকাশ করে। নজরুল হোস্টেলের শিক্ষার্থী শাহিন আহমেদ সমকালকে জানায়,
'তিনবেলা খাবার বাবদ আমাদের তিন হাজার টাকা দিতে হয়। দাম তুলনামূলক বেশি
হলেও খাবারের মান এখানে অনেক ভালো।' তবে কলেজের আবাসিক আসনসংখ্যা
আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

অধ্যক্ষের বক্তব্য : গত ১১ নভেম্বর অধ্যাপক বনমালী মোহন ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান
কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। সমকালকে তিনি বলেন, 'আইসিটির জন্য একজন
শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়েছে। শিগগির এ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। শিল্পপতি আবদুল
কাদির মোল্লার প্রতিশ্রুত ভবনটিকে পূর্ণাঙ্গ আইসিটি ভবন হিসেবে গড়ে তোলার
পরিকল্পনা রয়েছে।' ২০১৮ সালের জানুয়ারির মধ্যে এর কাজ শুরু করা যাবে বলে
তিনি আশা করছেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলসহ সার্বিক
খোঁজখবর দিতে অভিভাবকদের মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া
হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এভাবে বিজ্ঞান কলেজ
ডিজিটাল সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।' হোস্টেল ভবন সংস্কারের
বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, 'যে কোনো সংস্কারের কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের
প্রয়োজনগুলোই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। হোস্টেলের বিষয়টি আমার নজরে রয়েছে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ...

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে